বিবিধ বীমা (Miscellaneous Insurances)

ভূমিকা

এটা বলার অবকাশ রাখে না যে, জীবন, নৌ ও অগ্নিবীমাসমূহ বীমা কারবারের বেশীরভাগ জায়গা দখল করে আছে। অবশিষ্ট জায়গা দখল করে আছে অন্যান্য বীমা। তবে দিন দিন অন্যান্য নতুন নতুন বীমাপত্রের উদ্ভব ঘটেছে। অন্যান্য সমাজ কল্যাণ মুখী বীমাগুলো হলো শ্রমিক ক্ষতি পূরণ বীমা, বেকার বীমা, মাতৃত্ব কল্যাণ বীমা, ডাক জীবন বীমা, শিল্প জীবন বীমা ইত্যাদি। এছাড়া ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক স্বার্থ রক্ষার জন্যও বেশ কিছু বীমা প্রকল্প রয়েছে তা হলো দূর্ঘটনা বীমা, চোর্য বীমা, মোটর বীমা, শস্য বীমা, বিশ্বস্ততাবীমা, রপ্তানী বীমা, ঘূর্ণিঝড় বীমা, প্রকৌশল বীমা, বিমান বীমা, মালিকানা বীমা ইত্যাদি। এছাড়াও গ্লাস-প্লেট বীমা ও গবাদি পশু বীমা উল্লেখযোগ্য।

এই ইউনিটে আছে–

- *দুর্ঘটনা বীমা*
- *শস্য বীমা*
- *গবাদি পশু বীমা*
- *গোষ্ঠী বীমা।*

পাঠ ১ দূর্ঘটনা বীমা (Accident Insurance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- দুর্ঘটনা বীমার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার দুর্ঘটনা বীমার বর্ণনা দিতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত দূর্ঘটনার শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সংজ্ঞা (Definition) ঃ দুর্ঘটনা বলতে বুঝায় এমন ঘটনা যা অপ্রত্যাশিত ও অনাকাংখিত যার উপর মানুষের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, এমনকি যা হঠাৎ করে ঘটে। তাই দূর্ঘটনা কখন ঘটবে তাও কেউ বলতে পারে না।

লর্ড ম্যাকনাগন Fenton বনাম Thorley (১৯০৩) মামলার রায় দান কালে বলেন, "দূর্ঘটনা হচ্ছে কোন অপ্রত্যাশিত খারাপ ঘটনা বা অপ্রত্যাশিত ঘটনা যা আশা বা চিন্তা করা যায় না।"

এই অপ্রত্যাশিত ও অনাকাংখিত ঘটনার ফলে যে আর্থিক ক্ষতি হয় তার বিরুদ্ধে নিরাপত্তার জন্য যে বীমা করা হয় তাই দূর্ঘটনা বীমা। এ ধরনের বীমা মানুষ তার ব্যক্তিগত জীবনের জন্য ও সম্পত্তির জন্যও করতে পারে। এ ধরনের বীমা প্রধানতঃ ক্ষতি পূরণের বীমা। দূর্ঘটনার কারণে কোন ব্যক্তি বা তার সম্পত্তির ক্ষতি হলে চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ পাবে বীমা গ্রহীতা। এ বীমার ক্ষেত্রেও চূড়ান্ত বিশ্বাস ও বীমাযোগ্য স্বার্থ আবশ্যক।

দূর্ঘটনা বীমার প্রকারভেদ ঃ দুর্ঘটনা বীমাকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা– ১. ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা ২. সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমা, ৩. দায় বীমা।

নিম্নে বিভিন্ন প্রকার দূর্ঘটনা বীমার সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো-

ক) ব্যক্তিগত দূর্ঘটনা বীমা (Personal Accident Insurance) ঃ কোন দূর্ঘটনা বা রোগ ব্যাধির কারণে বীমা গ্রহীতা মারা গেলে বা সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেললে যে ক্ষতি হয় তা পূরণের জন্য বীমা গ্রহীতা ও বীমাকারীর মধ্যে যে চুক্তি হয় তাকে ব্যক্তিগত দূর্ঘটনা বীমা বলে। ব্যক্তিগত বীমা আবার কয়েক প্রকার হতে পারে যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ

১. দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু বীমা ঃ মানুষের মৃত্যুর ঝুঁকির বিপরীতে এ ধরনের বীমা করা হয়। এ ধরনের বীমা অনুযায়ী যদি বীমাকৃত ব্যক্তি দুর্ঘটনায় মারা যায় বা দূর্ঘটনায় আহত হয়ে চুক্তিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে মারা যায় তার জন্য চুক্তি অনুযায়ী বীমা গ্রহীতা টাকা পাবার অধিকারী হবেন।

২. দূর্ঘটনা জনিত অক্ষমতা বীমা ঃ এরূপ বীমা পত্র অনুযায়ী চুক্তিতে উল্লিখিত কোন দুর্ঘটনার কারণে বীমাকৃত ব্যক্তি সম্পূর্ণ বা আংশিক অক্ষম হয়ে গেলে চুক্তি অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে বীমাকারীর নিকট থেকে সে ক্ষতিপূরণ পাবে।

৩. নির্দিষ্ট রোগ ও দূর্ঘটনা বীমা ঃ এ ধরনের বীমা পত্র অনুযায়ী বীমাগ্রহীতা বীমা চুক্তিভুক্ত নির্দিষ্ট কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে অক্ষম হয়ে পড়লে বীমার চুক্তি অনুযায়ী ক্ষতি পূরণ পাবে।

৪. যেকোন প্রকার রোগ ও দূর্ঘটনা বীমা ঃ দূর্ঘটনা ব্যতিত যেকোন রোগে আক্রান্ত হয়ে অক্ষম হয়ে পড়লে তাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে বলে চুক্তি হলে তাকে যেকোন প্রকার রোগ ও দুর্ঘটনা বীমা বলে।

৫. চিকিৎসা ও হাসপাতাল খরচ বীমা ঃ দুর্ঘটনা বা কোন রোগের কারণে অসুস্থ স্থলে হাসপাতাল ও চিকিৎসার জন্য খরচ বহন করার প্রতিশ্রুতি যুক্ত বীমাকে চিকিৎসা ও হাসপাতাল খরচ বীমা বলে।

খ) সম্পত্তি দূর্ঘটনা বীমা (Property Accident Insurance) ঃ হঠাৎ দুর্ঘটনা ঘটে গেলে সম্পদের ক্ষতি হয় তা পূরণ করার জন্য বীমা গ্রহীতা ও বীমাকারীর মধ্যে যে চুক্তি সম্পাদিত হয় তাকে সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমা বলা হয়। নৌ, অগ্নি ও জবিন বীমার আওতার বাইরে দুর্ঘটনার কারণে সম্পদের যে ক্ষতি সাধিত হয় তার বিরুদ্ধে যে বীম করা হয় তাকে সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমা বলা হয়। এখনও বীমার এ শাখাটি উন্মুক্ত ও অনেক ধরনের বীমা পত্রই এ ধরনের দূর্ঘটনা বীমার অধিনে বীমা করা হয়ে থাকে। নিম্নে সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমার শ্রেণী বিভাগ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলোঃ

১. মোটর গাড়ী বীমাঃ সড়ক পথে মোটর গাড়ী চলার সময় গাড়ীতে গাড়ীতে ধাক্কা, চালকের অসতর্কতা, গাড়ীর ত্রুটি ইত্যাদি কারণে দূর্ঘটনা ঘটে যাত্রীর সাথে মোটর গাড়ীও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এ বীমার মাধ্যমে মোটরযান রাস্তায় চলাচলের পথে দূর্ঘটনার ফলে যে ক্ষতি হয় তার ঝুঁকি বীমাকারীর নিকট নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে হস্তান্তর করা হয়। তাতে মোটরগাড়ীর মালিকগণ নির্ভাবনায় মোটর বা পরিবহন ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারে।

২. মোটর সাইকেল বীমা ঃ মোটর সাইকেল বীমাও মোটর গাড়ী বীমার মত। এতে রাস্তায় মোটর সাইকেল চলার ফলে দূর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে বীমাকারী বীমা গ্রহীতাকে ক্ষতি পূরণ করার প্রতিশ্রুতি দেয়। আর মোটর সাইকেলের ধাক্কায় কেউ আঘাত পেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলে অতিরিক্ত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে সে ঝুঁকিও বীমার আওতায় আনা যায়।

৩. গবাদি পশু বীমাঃ গবাদি পশু কোন রোগে বা দূর্ঘটনায় মারা গেলে কৃষক বা গবাদি পশুর মালিক আর্থিক ভাবে যে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তা পুষিয়ে দেবার যে চুক্তি তাই গবাদি পশু বীমা। পশুর সাময়িক অক্ষমতা, পূর্ণ অক্ষমতা বা মৃত্যুর জন্যও বীমা গ্রহীতা অতিরিক্ত প্রিমিয়াম প্রদান করে বীমা করতে পারে।

৪. শস্য বীমা ঃ খরা, অনাবৃষ্টি, বন্যা, ঝড়, জলচ্ছ্বাস, তুষারপাত, পোকা-মাকড় প্রভৃতির কারণে শস্যর যে ক্ষতি হয় তার বিরুদ্ধে যে বীমা করা হয় তাই শস্য বীমা। একবার শস্যের ক্ষতি হলে কৃষক আর আর্থিক অবস্থা ধরে রাখতে পারে না। তাই প্রাকৃতিক ও অপ্রাকৃতিক উভয় প্রকার দুর্ঘটনায় শস্য হানির ফলে যে ক্ষতি হয় তার বিরুদ্ধে যে বীমা করা হয় তাই শস্য বীমা।

৫. বিমান বীমা ঃ বিমান অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ। বিমানের দুর্ঘটনা হলেও প্রচুর আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়। তাই বিমানের কোন দুর্ঘটনার ফলে যে আর্থিক ক্ষতি হয় তা পূরণের উদ্দেশ্যে যে বীমা করা হয় তাই বিমানবীমা। বিমান বীমার সাথে অতিরিক্ত প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে বিমানের যাত্রী, মালামাল ও বীমান দূর্ঘটনা স্থালের মানুষ ও সম্পদের ক্ষতিও বীমার আওতায় আনা যায়।

৬. প্রকৌশল বীমাঃ শিল্পে দুর্ঘটনা হলে তার যন্ত্রপাতি ও কলকবজার যে ক্ষতি সাধন হয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে যে বীমা চুক্তি করা হয় তাকেই প্রকৌশল বীমা বলা হয়। সাধারণতঃ বড় বড় প্রতিষ্ঠান, বয়লার, জেনারেটর, ক্রেন, ট্রান্সফরমার, লিফ্ট, বা□ীয় ইঞ্জিন, ডিজেল ইঞ্জিন প্রভৃতির জন্য এধরনের বীমা গ্রহণ করা হয়ে থাকে।

৭. প্লেট-গ্লাস বীমাঃ ভাঙ্গুর জিনিস পত্র যেমন ব্যবসায়ে ব্যবহৃত প্লেট-গ্লাস বা ডেকরেটরে ব্যবহৃত কাঁচের জিনিস পত্রের ক্ষতি হবার ফলে যে আর্থিক বিপর্যয় হয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে যে বীমা ব্যবস্থার প্রচলন আছে তাকেই প্লেট-গ্লাস বীমা বলা হয়। ঘরের জানালা-দরজা বা ব্যবসায়ের কোথাও গ্লাস লাগান থাকলে তাও অতিরিক্ত প্রিমিয়াম প্রদানের মাধ্যমে বীমার আওতায় আনা যায়।

৮. তল্পিতল্পা বীমাঃ ভ্রমণকালে মূল্যবান ব্যাগ, বিছানা পত্র ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস পত্র হারানোর সম্ভাবনা থাকে বা বিভিন্ন ভাবে নষ্ট বা ক্ষতি গ্রস্থ হতে পারে। এ ধরনের ক্ষতির বিরুদ্ধে যে বীমা ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তাকে তল্পি-তল্পা বীমা বলে।

৯. চৌর্য বীমাঃ আদিকাল থেকেই চুরি, ডাকাতি, রাহাজানির মাধ্যমে সম্পদ-সম্পত্তির ক্ষতি সাধন হয়ে আসছে। এর ফলে আর্থিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়। এরূপ ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবার বা আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবার লক্ষে যে বীমা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাই চৌর্য বীমা।

১০. বৃষ্টিবীমা ঃ অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টির ফলে যে ক্ষতি হয়, বিশেষ করে কৃষিকাজে ক্ষতি হয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে যে বীমা গ্রহণ করা হয় তা বৃষ্টিবীমা। এ ধরনের বীমা শস্য বীমার মধ্যেও পড়ে। এতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে বা বেশি বৃষ্টি হবার ফলে যে ক্ষতি সাধন হয় তা পূরণের শর্তে এ ধরনের বীমা করা হয়ে থাকে।

১১. ছিনতাই বীমা ঃ আজকাল ছিনতাই অহরহ হচ্ছে। চলাচলের পথে স্বর্ণালংকার, টাকা-পয়সা, বহনযোগ্য জিনিসপত্র ছিনতায়ের ফলে যে আর্থিক ক্ষতি হয় তা পূরণের লক্ষ্যে যে বীমা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকেই ছিনতাই বীমা বলা হয়।

১২. হীমাগার বীমা ঃ আজকাল আমাদের দেশসহ সারা পৃথিবীতেই পচনশীল দ্রব্যাদি হিমাগারে সংরক্ষণ করা হয়। হিমাগারে রক্ষিত মালামাল কোন কারণে ক্ষতি হলে তার বিরুদ্ধে আর্থিক ক্ষতিপূরণ পাবার লক্ষ্যে যে বীমা ব্যবস্থা প্রচলন আছে তাই হীমাগার বীমা।

১৩. যুদ্ধ ঝুঁকি বীমা ঃ যুদ্ধের কারণে মানুষের জীবন ও সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষতি সাধন হতে পারে বা হয়ে থাকে। নৌ ও অগ্নি বীমায় অতিরিক্ত প্রিমিয়াম প্রদান করে এরূপ ঝুঁকির বিরুদ্ধে বীমা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়ে থাকত। আবার যুদ্ধ সংক্রান্ত কারণে যুদ্ধ ঝুঁকির বিরুদ্ধেও বিশেষ বীমা ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। এরূপ বীমাকেই যুদ্ধ ঝুঁকি বীমা বলা হয়।

গ) দায় বীমা (Liability Insurance) ঃ দায় বীমা ও একধরনের দূর্ঘটনা বীমা। শিল্প কারখানায় কাজের সময় শ্রমিক কর্মচারী দুর্ঘটনায় আহত বা নিহত হলে তার দায় দায়িত্ব মালিকের উপর বর্তায়। মালিক এ ধরনের দায়দায়িত্ব যখন বীমাকারীর নিকট হস্তান্তর করে তাকে দায় বীমা বলা হয়। নিম্নে বিভিন্ন ধরনের দায় বীমার বর্ণনা দেয়া হলোঃ

১. নিয়োগকারীর দায় বীমাঃ শিল্প কারখানায় কতর্ব্যরত অবস্থায় কোন ধরনের দুর্ঘটনা বা শিল্প সংক্রান্ত কোন রোগে আক্রান্ত হয়ে কোন কর্মচারী ক্ষতি গ্রস্থ হলে তার দায় মালিকের উপর বর্তায়। এ দায় থেকে রক্ষা পেতে মালিক পক্ষ বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যে চুক্তি সম্পাদন করে তাকে নিয়োগকারীর দায় বীমা বলা হয়।

২. গণ দায় বীমা ঃ কোন যানে যেমন, মোটরগাড়ী, রেলগাড়ী অথবা বিমানে ভ্রমণ কালে কোন যাত্রী দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণ করলে অথবা যখম প্রাপ্ত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলে যাত্রীদের ক্ষতি পূরণ হিসেবে আর্থিক সহায়তাদানের লক্ষ্যে বীমা কোম্পানীর সাথে পরিবহন মালিক যে চুক্তিবদ্ধ হয় তাকে গণ দায় বীমা বলা হয়।

৩. পণ্য দায় বীমাঃ পরিবহনের মাধ্যমে পণ্য একস্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তর করার সময় কোন দুর্ঘটনায় পণ্য সামগ্রি ক্ষতি হলে তার দায় দায়িত্ব পরিবহন কোম্পানীর উপর পড়ে। এ ধরনের দায় থেকে পরিবহন কোম্পানী মুক্তি পেতে যে বীমাপত্র গ্রহণ করে থাকে তাকেই পণ্য দায় বীমা বলে।

৪. পেশাগত ক্ষতিপূরণ দায়ঃ কিছু কিছু পেশা আছে যেখানে কাজ করলে পেশা জনিত রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা প্রবল। এ ধরনের রোগকে পেশা জনিত রোগ বলা হয়। ক্ষতিপূরণ আইন অনুযায়ী কোন কর্মী এ ধরনের কোন পেশা জনিত রোগে আক্রান্ত হলে মালিক আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য। এ ধরনের দায় দায়িত্ব পালনের জন্য প্রিমিয়ামের প্রতিদানে বীমা কোম্পানীর সাথে বীমা গ্রহীতার যে চুক্তি হয় তাকেই পেশাগত ক্ষতিপূরণ দায় বলে।

পাঠ-সংক্ষেপ

অনাকাংখিত বা অপ্রত্যাশিত কোন দূর্ঘটনার ফলে সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বীমা গ্রহীতা বীমাকারীর নিকট থেকে আর্থিক ক্ষতি পূরন পাবার প্রতিশ্রুতিতে যে চুক্তিবদ্ধ হয় তাই দূর্ঘটনা বীমা। দূর্ঘটনা বীমা প্রধানত: ৩ প্রকার। যথা– ১. ব্যক্তিগত দূর্ঘটনা বীমা; ২. সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমা; এবং ৩. দায়বীমা।

ব্যক্তিগত দূর্ঘটনা বীমার শ্রেণীবিভাগগুলো হলোঃ দুর্ঘটনা জনিত মৃত্যু বীমা, দুর্ঘটনা জনিত অক্ষমতা বীমা, নির্দিষ্ট রোগ ও দুর্ঘটনা বীমা, যেকোন প্রকার রোগ ও দুর্ঘটনা বীমা, চিকিৎসা ও হাসপাতাল খরচের বীমা প্রভৃতি।

সম্পত্তি দূর্ঘটনা বীমা গুলোর মধ্যে মোটরগাড়ী বীমা, মোটর সাইকেল বীমা, গবাদিপশু বীমা, শস্য বীমা, বিমান বীমা, প্রকৌশল বীমা, প্লেট-গ্লাস বীমা, তল্পি-তল্পা বীমা, চৌর্য বীমা, বৃষ্টি বীমা, ছিনতাই বীমা, হিমাগার বীমা এবং যুদ্ধ ঝুঁকি বীমা উল্লেখ্যযোগ্য।

দায় বীমার মধ্যে নিয়োগকারীর দায় বীমা, পণ্য দায় বীমা এবং পেশাগত ক্ষতি পূরণ বীমা উল্লেখযোগ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. দূর্ঘটনা বীমা প্রধানত কত প্রকার?

ক. ২ প্রকার　　খ. ৩ প্রকার

গ. ৪ প্রকার　　ঘ. ৫ প্রকার।

২. পেশাগত ক্ষতি পূরণ বীমা কোন্ ধরনের দুর্ঘটনা বীমা?

ক. ব্যক্তিগত দূর্ঘটনা বীমা　　খ. সম্পত্তি দুর্ঘটনা বীমা

গ. দায় বীমা　　ঘ. কোনটিই সঠিক নয়।

৩. বৃষ্টি বীমা কোন্ ধরনের দুর্ঘটনা বীমা?

ক. ব্যক্তিগত　　খ. সম্পত্তি

গ. দায়　　ঘ. কোনটিই নয়।

শস্য বীমা (Crop Insurance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- শস্য বীমার সংজ্ঞা প্রদান করতে পারবেন।
- শস্য বীমার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- শস্য বীমার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

শস্য বীমার সংজ্ঞা (Definition) ঃ শস্য বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। আমাদের দেশের মত উন্নয়নশীল দেশে এ সমস্যা আরো ব্যাপক। শস্য ক্ষতির পেছনে কারণগুলো হলো বন্যা, শিলা বৃষ্টি, অতি বৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পোকা-মাকড়ের আক্রমণ, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি। এতে ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়ে থাকে। এ ধরনের আর্থিক ক্ষতি মোকাবেলা করার জন্য যে বীমা পত্র গ্রহণ করা হয় তাই শস্য বীমা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সর্বপ্রথম জামানিতে শস্য বীমার গোড়াপত্তন হয়। পরবর্তিতে আমেরিকা, জাপান ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে শস্য বীমার ব্যপকতা লাভ করে। বর্তমানে প্রায় সকল দেশেই শস্য বীমার পচলন আছে। আমাদের বাংলাদেশে ১৯৭৭ সাল থেকে শস্য বীমার প্রবর্তন হয়। প্রাথমিক ভাবে আমাদের দেশে ধান, পাট, গম ও ইক্ষু শস্য বীমার আওতায় আনা হয়।

শস্য বীমার গুরুত্ব (Importanc) ঃ আমাদের বাংলাদেশ এখনও কৃষি প্রধান দেশ। দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠি আজও কৃষির উপর নির্ভরশীল এবং অধিকাংশ কৃষিই প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। তাই আমাদের দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কৃষি শস্যের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে বলে এদেশে শস্য বীমার গুরুত্ব অত্যাধিক। নিম্নে শস্য বীমার গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো ঃ

১. নিরাপত্তা ঃ শস্য বীমা যে কোন ধরনের শস্য ক্ষতি বা দুর্ঘটনায় আর্থিক ক্ষতি পূরণ করে থাকে বিধায় শস্যের ক্ষতি হলে কৃষিতে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ নিঃস্ব হয়ে থায় না। তাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা শস্য বীমার মাধ্যমে পেয়ে তাকে।

২. উৎপাদন বৃদ্ধি ঃ শস্যের বীমা ব্যবস্থা চালু থাকাতে শস্য ঝুঁকি বীমাকারীরা বহন করে। ফলে উৎপাদনকারীগণ উৎপাদনে স্বস্তি পায় ও উৎসাহ বোধ কলে। ফলে দেশের শস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পায়।

৩. মিতব্যায়িতা ঃ বীমা মানুষকে মিতব্যয়ী হতে উৎসাহিত করে। তাই শস্য বীমা ব্যবস্থা চালুর ফলে কৃষকদের মধ্যে মিতব্যয়িতা বৃদ্ধি পায়।

৪. গুদামজাত করণঃ উৎপাদিত শস্য উৎপাদনের শেষেই সব ব্যবহৃত হয় না। তাই গুদামজাত করণ করে রাখতে হয়। এ ধরনের বীমার নিশ্চয়তা থাকায় উৎপাদকগণ ভাবনা হীন ভাবে দীর্ঘদিন মাল মজুত করে রাখতে উৎসাহিত হয়।

৫. ঋণ সুবিধাঃ শস্য বীমার ফলে বিভিন্ন ব্যাংক ও বিভিন্ন ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠান কৃষকদেরকে ঋণ দিতে নিরাপদ বোধ করে। প্রয়োজনে বীমাকারীরাও কৃষি কাজে ঋণ দিয়ে তাকে। ফলে কৃষকের ঋণের সুবিধা বৃদ্ধি পায়।

৬. সঞ্চয় বৃদ্ধি ঃ বীমা ব্যবস্থা মানুষকে সঞ্চয়ী করে তুলে। শস্য বীমার মাধ্যমেও মানুষ সঞ্চয়ী হতে শিখে।

৭. মূলধন গঠন ঃ অন্যান্য বীমার ন্যায় শস্য বীমার মাধ্যমেও মূলধন গঠন হয়ে থাকে যা বিনিয়োগে সহায়ক হয়।

৮. শিল্প উন্নয়ন ঃ শস্য বীমার মাধ্যমে বীমা কোম্পানী যে মূলধন সংগ্রহ করে তা লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করে থাকে। ফলে দেশে শিল্প কারখানা গড়তে সহায়ক হয়।

৯. সুগঠিত বাজার সৃষ্টিঃ অনেক দেশেই পণ্যের বাজার সুগঠিত নয়। শস্য বীমার ফলে অর্থনৈতিক নিরাপত্তার কারণে কৃষকরা সুগঠিত বাজার গঠতে ভূমিকা রাখতে পারে। ফলে পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত হয়।

১০. অর্থনৈতিক উন্নয়নঃ শস্য বীমার ফলে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সম্পদের সুরক্ষা ও মুদ্রাস্ফীতি রোধের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে।

১১. উপকরণ সরবরাহ। কৃষিতে উপকরণ আবশ্যক। কিন্তু কৃষকদের সাধারণভাবে উপকরণ ক্রয় করা কষ্টসাধ্য। কিন্তু শস্য বীমা থাকার ফলে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া যায়। যার মাধ্যমে কৃষি উপকরণ সংগ্রহ করতে সহজ হয়।

শস্য বীমার প্রকারভেদ (Classification) ঃ শস্য বীমাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা– ১. নির্দিষ্ট ঝুঁকি শস্য বীমা; ২. সম্মিলিত ঝুঁকির শস্য বীমা এবং ৩. সকল ঝুঁকির শস্য বীমা। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার শস্য বীমার সংক্ষেপে বর্ণনা দেয়া হলোঃ

১. নির্দিষ্ট ঝুঁকির শস্য বীমা ঃ যে বীমা শস্য বীমায় নির্দিষ্ট ঝুঁকির জন্য বীমা করা হয় তাকে নির্দিষ্ট ঝুঁকি শস্য বীমা বলে। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র ঐ নির্দিষ্ট ঝুঁকির কারণে শস্যের ক্ষতি হলেই মাত্র ক্ষতি পূরণ পাবে। যেমন শিলা বৃষ্টি জনিত কারণে শস্য বীমা। এ বীমা সর্বপ্রথম জার্মানে চালু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম চালু হয় ১৯৮০ সালে। শস্য ও অঞ্চল ভেদে বীমা খরচে পার্থক্য হয়ে থাকে। ইউরোপ ও মার্কিনযুক্ত রাষ্ট্রে তুষার বীমা ও চালু আছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সবদেশে শস্য বীমা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

২. সম্মিলিত ঝুঁকির শস্য বীমা ঃ একাধিক ঝুঁকির সমন্বয়ে যে শস্য বীমা করা হয় তাকে সম্মিলিত ঝুঁকির শস্য বীমা বলে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের শস্য বীমা বেশ জনপ্রিয়। সেক্ষেত্রে শস্যের বিভিন্ন ঝুঁকি যেমনঃ আগুন, বাতাস ও বজ্রপাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এ ধরনের বীমা করা হয়।

৩. সকল ঝুঁকির শস্য বীমা ঃ শস্যের সাথে জড়িত সকল প্রকার ঝুঁকির জন্য যে শস্য বীমা করা হয় তাকে সকল ঝুঁকির শস্য বীমা বলে। ১৯৩৮ সালে আমেরিকাতে আইন পাশের মাধ্যমে সকল ঝুঁকির শস্য বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এতে যেমন শস্যের যেকোন কারণে ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ সুবিধা পায় তেমনি কিছু কিছু অসুবিধাও ভোগ করতে হয়। যেমন-

ক. বিভিন্ন প্রকার শস্যের সঠিক পরিমাণের অভাব

খ. বীমাকৃত খামার পরিদর্শনের অসুবিধা

গ. নৈতিক ঝুঁকির সম্ভাবনা বা সুযোগ বেশী

ঘ. প্রিমিয়ামের পরিমাণ বেশী হয়; এবং

ঙ. কৃষকদের নিকট থেকে বীমার প্রিমিয়াম সংগ্রহ বেশ কষ্টসাধ্য।

শস্য বীমা সকল ঝুঁকির জন্য বীমা করা হলেও জমির অনুর্বতরতা বা কৃষকদের অদক্ষতার কারণে ফসল ক্ষতিগ্রস্থ বা কম উৎপাদিত হলে তার জন্য বীমা কোম্পানী কোন দায় বহন করবে না।

পাঠ-সংক্ষেপ

শস্যের কোন প্রকার ক্ষতি হলে তার জন্য আর্থিক ক্ষতি পূরণ করবে মর্মে বীমাকারী ও বীমা গ্রহীতার মধ্যে যে চুক্তি তাই শস্য বীমা।

শস্য বীমার গুরুত্ব হলো- নিরাপত্তা প্রদান, উৎপাদন বৃদ্ধি, মিতব্যয়িতা, গুদামজাত করণ, ঋণ সুবিধা প্রদান, সুগঠিত বাজার সৃষ্টি; সঞ্চয় বৃদ্ধি, মূলধন গঠন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শিল্পের উন্নয়ন, উপকরণ সরবরাহ প্রভৃতি।

শস্য বীমা মূলতঃ তিন প্রকার। যথা- ১. নির্দিষ্ট ঝুঁকির শস্য বীমা, ২. সম্মিলিত ঝুঁকির শস্য বীমা ৩. সকল ঝুঁকির শস্য বীমা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন--

১. কোন দেশে প্রথম শস্য বীমার প্রবর্তন হয়?

ক. জার্মান　　খ. আমেরিকা

গ. চীন　　ঘ. জাপান

২. বাংলাদেশে কখন শস্য বীমা চালু হয়?

ক. ১৯৭৫ সালে　　খ. ১৯৭৭ সালে

গ. ১৯৮০ সালে　　ঘ. ১৯৮২ সালে

৩. প্রাথমিক ভাবে বাংলাদেশে কোন শস্য বীমার প্রচলন হয়?

ক. ধান | খ. পাট

গ. গম | ঘ. সবকটি

৪. শস্য বীমা মূলতঃ কত প্রকার?

ক. ২ | খ. ৩

গ. ৪ | ঘ. ৫

৫. নির্দিষ্ট ঝুঁকির শস্য বীমা কতটি ঝুঁকি বহন করে?

ক. ১টি | খ. ২টি

গ. ৪টি | ঘ. সবগুলো

৬. আমেরিকাতে কত সালে সকল ঝুঁকির শস্য বীমা চালু হয়?

ক. ১৯২১ সালে | খ. ১৯৩০ সালে

গ. ১৯৩৫ সালে | ঘ. ১৯৩৮ সালে

৭. কোন শস্য বীমার প্রিমিয়াম সবচেয়ে বেশী হয়?

ক. নির্দিষ্ট ঝুঁকির শস্য বীমা | খ. সম্মিলিত ঝুঁকির শস্য বীমা

গ. সকল ঝুঁকির শস্য বীমা | ঘ. কোনটিই সঠিক নয়।

গবাদি পশু বীমা ও গোষ্ঠী বীমা
(Cattle and Group Insurance)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

- গবাদী পশু বীমার সংজ্ঞা দিতে পারবেন।
- গবাদী পশু বীমার গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।
- গবাদী পশু বীমার দাবী আদায় পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।
- গোষ্ঠী বীমার শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সংজ্ঞা (Definition) ঃ গবাদি পশু পৃথিবীর যে কোন দেশের জন্যই মূল্যবান সম্পদ। কৃষিকাজ থেকে শুরু করে প্রতি দিনের খাবারে গবাদি পশুর স্থান অপরিসীম। গবাদি পশুর অনেক ধরনের অসুখ হয়ে থাকে বলে মারা যায় এবং অর্থনৈতিক ভাবে মানুষ ক্ষতি গ্রস্থ হয়। যে জন্য গবাদি পশুর পালন ঝুঁকি পূর্ণ হয়ে থাকে। আর গবাদি পশুর অকাল মৃত্যুর ফলে অর্থনৈতিক ভাবে যে ক্ষতি সাধন হয় তার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা মূলক ব্যবস্থা স্বরূপ যে বীমা ব্যবস্থার প্রচলন আছে তাকেই গবাদি পশু বীমা বলা হয়।

সুতরাং পরিশেষে বলা যায় যে, কোন দুর্ঘটনা বা কোন রোগের কারণে গবাদি পশুর মৃত্যু হলে বীমাকারী নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে চুক্তি অনুসারে যে আর্থিক ক্ষতি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেয় তাই গবাদি পশু বীমা। এখানে গবাদি পশু বলতে গরু, ছাগল, মহিষ, ঘোড়া, ভেড়া, উট, দুম্বা প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুকে বুঝান হয়েছে।

গবাদি পশুর বীমা সাধারণতঃ এক বৎসর মেয়াদী হয়ে থাকে। গবাদি পশু বীমা নবায়ন যোগ্য নয়। নতুন ভাবে আবার বীমা করতে হয়। পাশ্চাত্য দেশে গবাদি পশু বীমার ক্ষেত্রেও সাধারণ বীমা নীতি প্রযোজ্য। যেমন- চূড়ান্ত বিশ্বাস, বীমাযোগ্য স্বার্থ, ক্ষতি পূরণের নীতি প্রভৃতি। তবে গবাদি পশু বীমায় নৈতিক ঝুঁকি বেশী।

গবাদি পশুবীমার গুরুত্ব (Importance**) ঃ** উন্নত ও উন্নয়নশীল উভয় দেশেই গবাদি পশু বীমার প্রচলন থাকলেও উন্নত দেশে গবাদি পশু বীমা বেশী জনপ্রিয় এবং প্রায় অপরিহার্য। গবাদি পশু বীমার গুরুত্ব অত্যাধিক। নিম্নে গবাদি পশু বীমার গুরুত্ব সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলোঃ

১. দুর্ঘটনা ঃ দুর্ঘটনার কারণে বীমাকৃত পশুর কোন ক্ষতি হলে যেমন, হাড় ভেঙ্গে যাওয়া, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অকেজ হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। পশুর মালিক ডাক্তারের পরামর্শ ক্রমে পশু জবাই করে গোস্ত, হাড়, চামড়া প্রভৃতি বিক্রয় করতে পারবে। বিক্রি করে যে টাকা পাবে তা বাদ দিয়ে বাকী টকা ক্ষতি পূরণ হিসেবে বীমা গ্রহীতাকে বীমাকারী প্রদান করবে।

২. পশু মৃত্যুঃ পশু যদি মৃত্যুর জন্য বীমা করা হয় তবে পশুর মৃত্যু হলে বীমাকারী ক্ষতিপূরণ দিবে। তবে প্রসব জনিত কারণে পশুর মৃত্যু হলে তা সাধারণভাবে বীমার আওতায় আসে না। তবে অতিরিক্ত প্রিমিয়াম প্রদান করে প্রসবজনিত পশুর মৃত্যু ও বীমার আওতায় আনা যায়।

৩. পশু সংগ্রহ ঃ গবাদি পশু বীমা যেহেতু পশু সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করে তাই ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠা পশু সংগ্রহ করে পশু পালনে উৎসাহিত হয়।

৪. বিনিয়োগ বৃদ্ধি ঃ পশুবীমার মাধ্যমে প্রিমিয়াম হিসেবে প্রচুর অর্থ বীমাকারী প্রতিষ্ঠান সংগ্রহ করে এবং তা দেশের লাভজনক প্রকল্পে বিনিয়োগ করে। এভাবে দেশের মূলধন গঠন হয় ও বিনিয়োগের মাধ্যমে শিল্প কারখানা গড়ে উঠে।

৫. ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঃ পশু বীমার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ির মাধ্যমে পণ্য দ্রব্য বাজারে আনা নেয়া করা হয়। ফলে পণ্য বাজারজাত করণ ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

৬. পশু শিল্পের উন্নয়ন ঃ পশু বীমার ফলে দেশে পশু পালন বৃদ্ধি হচ্ছে এবং পশু শিল্প গড়ে উঠেছে। যার ফলে আমরা দেশে পাস্তরিত পাচ্ছি এবং এ জাতীয় দুধ, ঘি, মাখন চামড়া ও শিল্প গড়ে উঠতে দেখছি।

৭. কর্ম সংস্থান সৃষ্টিঃ পশু বীমা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে পশু বীমায় নতুন নতুন কর্ম সংস্থানের সৃষ্টি হচ্ছে এবং বহু লোক কর্ম সংস্থানের সুযোগ পাচ্ছে।

৮. সমাজ কল্যাণ ঃ পশু বীমার প্রসারের ফলে পশু সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে দেশে প্রটিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং উন্নত স্বাস্থ্যের পথ সুগম হচ্ছে।

৯. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঃ পশু বীমার ফলে এক দিকে যেমন পশু সম্পদ বৃদ্ধি পাচ্ছে, অপর দিকে বীমা প্রতিষ্ঠান প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিনিয়োগ করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

গবাদি পশু বীমার দাবী আদায় পদ্ধতি (Procedure for Repayment of Claim)

বীমাকৃত গবাদি পশুর মৃত্যু বা অঙ্গহানি হলে সাথে সাথে বীমাকারী প্রতিষ্ঠানকে জানাতে হবে, যাতে করে দেহ থেকে চামড়া ছড়িয়ে বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করতে পারে। অঙ্গ হানি হলে জবাই করে গোস্ত, হাড়, চামড়া ইত্যাদি বিক্রি করে টাকা উঠান যায়। যাতে বীমার ক্ষতি কম হয়। তাই দুর্ঘটনা ঘটার সাথে সাথে বীমাকারীকে জানাতে হবে এবং বীমার দাবী আদায়ের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত দলিল পত্র উপস্থাপন করতে হবে ঃ

ক. দাবী ফর্ম পূরন
খ. মৃত্যু প্রমাণের সনদ
গ. বয়সের প্রত্যয়ন পত্র
ঘ. পশু ডাক্তারের সনদ পত্র
ঙ. সনাক্ত করণ প্রত্যয়ন পত্র
চ. বাজার মূল্যের সনদ
ছ. বীমা পত্রের বিস্তারিত বিবরণ
জ. বীমা প্রিমিয়াম প্রদানের রশিদ।

উপরোক্ত দলিল পত্র বীমাকারীর নিকট দাখিল করার পর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নীরিক্ষা করে সন্তুষ্ট হলে বীমার দাবী পরিশোধ করবে।

গোষ্ঠী বীমার শ্রেণী বিভাগ (Classification of Group Insurance)

গোষ্ঠী বীমা বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। এখানে প্রধান তিন শ্রেণীর গোষ্ঠী বীমার বর্ণনা দেয়া হলোঃ

১. গোষ্ঠী জীবন বীমা ঃ যখন একদল লোকের জীবনের উপর একটি মাত্র বীমা পলিসি গ্রহণ করা হয় তাকে গোষ্ঠী জীবন বীমা বা গ্রুপ লাইফ ইনসিওরেন্স বলে। এ ক্ষেত্রে সাধারণত একটি প্রতিষ্ঠানের সকলের জন্য একটি বীমা পলিসি নেয়া হয়। কারো মৃত্যু হলে তাকে নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি পূরণ দেয়া হয়। গোষ্ঠী বীমার প্রিমিয়ামের পরিমাণ খুবই কম এবং বৎসরে মাত্র একবার প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়। গোষ্ঠী বীমায় বর্তমানে সরকারী-বেসরকারী অনেক প্রতিষ্ঠানেই বাধ্যতামূলক ভাবে সকলকে অংশ নিতে হয়। এ বীমা আবার চার প্রকার হতে পারে। যথাঃ আজীবন, সাময়িক, মেয়াদী ও নির্দিষ্ট মেয়াদী বীমা।

২. গোষ্ঠী পেনশন বীমা ঃ যে গোষ্ঠী বীমার বীমা ভূক্ত ব্যক্তিবর্গকে চাকুরী শেষে পেনশন সুবিধা প্রদান করে তাকে গোষ্ঠী পেনশন বীমা বলে। এক্ষেত্রে বীমা প্রিমিয়াম এ্যানুইটির মত একবার পরিশোধ করতে হয়। চাকুী শেষে প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বা আজীবন নির্দিষ্ট হারে পেনশন ভোগ করতে থাকে। সাধারণতঃ কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক তার কর্মীদের জীবনের উপর এ বীমা করে থাকে। এক্ষেত্রে বীমাকৃত কর্মকর্তা কর্মচারীদের বয়স ও পদমর্যাদার উপর নির্ভর করে বীমার প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়। আমাদের দেশেও এ ধরনের বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছে।

৩. সরকারী কর্মচারী গোষ্ঠীবীমা ঃ তদানিন্তন পাকিস্তান আমলে ১৯৬৯ সালে সকল স্তরের সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের কল্যাণের কথা বিবেচনা করে সরকারী কর্মচারী গোষ্ঠী বীমা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়, যা পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশেও চালু রাখা হয়। গোষ্ঠী বীমা সরকারী কর্মচারীদের জন্য বাধ্যতা মূলক করা হয়েছে। প্রত্যেকের বেতন থেকে প্রতিমাসে পদমর্যাদা ও বেতনক্রম অনুসারে প্রিমিয়াম হিসেবে কেটে নিয়ে বীমাকারীকে প্রদান করা হয়। কেবল মাত্র কর্মরত অবস্থায় কেউ মারা গেলে তার নোমিনিকে নির্দিষ্ট অংকের টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয়া হয়ে থাকে। এতে প্রিমিয়ামের পরিমাণ কম হয়ে থাকে।

গোষ্ঠী বীমাভুক্ত কেউ মৃত্যু বরণ করলে অন্যান্য বীমার ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য যে যে দলিল পত্র প্রয়োজন হয় তা সহ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর শেষ বেতনের সনদপত্র, নোমিনেশন পত্র ও যে ডাকঘর থেকে নোমিনি টাকা তুলতে চায় তার ঘোষণাসহ সকল প্রকার কাগজপত্র বীমাকারীর নিকট জমা দিতে হয়।

পাঠ-সংক্ষেপ

কোন দুর্ঘটনা বা রোগের কারণে গবাদি পশুর মৃত্যু হলে তার ক্ষতিপূরণ বাবদ বীমাকারী বীমা গ্রহীতাকে যে আর্থিক ক্ষতি পূরণের প্রতিশ্রুতি দেয় তাকে গবাদি পশু বীমা বলা হয়।

গবাদী পশু বীমা সাধারণতঃ ১ বৎসর মেয়াদী হয় এবং তা নবায়ন যোগ্য নয়। তার জন্য আবার নতুন করে বীমা করতে হয়।

গবাদি পশুর মৃত্যু হলে সাথে সাথে তা বীমাকারীর নোটিশে আনতে হয়। গবাদি পশু বীমায় নৈতিক ঝুঁকি বেশী থাকে।

যখন কোন একটি কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর জীবনের উপর একটি বীমা পলিসি গ্রহণ করা হয় তখন তাকে গোষ্ঠী বীমা বলা হয়।

আমাদের দেশের সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীর সকলেই বাধ্যতামূলকভাবে গোষ্ঠী বীমার অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। এতে প্রিমিয়াম কম এবং শুধুমাত্র কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে নোমিনিকে নির্দিষ্ট অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসেবে দেয়া হয়। গোষ্ঠী বীমার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো গোষ্ঠী জীবন বীমা, গোষ্ঠী পেনশন বীমা, সরকারী কর্মচারী গোষ্ঠী বীমা প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন--

১. গবাদি পশু বীমা সাধারণ কত সময়ের জন্য করা হয়?
   ক. ১ বৎসর খ. ৬ মাস গ. ৩ মাস ঘ. ২ বৎসর

২. তদানিন্তন পাকিস্তান আমলে কত সালে সরকারী গোষ্ঠী বীমা বাধ্যতামূলক ভাবে চালু করা হয়?
   ক. ১৯৪৭ সালে খ. ১৯৫২ সালে গ. ১৯৬৫ সালে ঘ. ১৯৬৯ সালে

৩. গোষ্ঠী জীবন বীমা প্রধানত কত প্রকার হতে পারে?
   ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১৩.১	১.খ ২.গ ৩.খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১৩.২	১.ক ২.খ ৩.খ ৪.খ ৫.ক ৬.ঘ ৭.গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ঃ ১৩.৩	১.ক ২.ঘ ৩.গ

রচনামূলক প্রশ্নাবলী

১. দূর্ঘটনা বীমার সংজ্ঞা দিন।
২. দূর্ঘটনা বীমার শ্রেণী বিভাগ আলোচনা করুন।
৩. ব্যক্তিগত দূর্ঘটনা বীমার শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করুন।
৪. দায় বীমা কাকে বলে? দায় বীমা কত প্রকার? বর্ণনা দিন।
৫. শস্য বীমা বলতে কি বুঝেন?
৬. শস্য বীমার গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৭. শস্য বীমার শ্রেণী বিভাগ ব্যাখ্যা করুন।
৮. গবাদি পশু বীমার সংজ্ঞা ও তাৎপর্য বর্ণনা করুন।
৯. গবাদি পশু বীমার দাবী আদায় পদ্ধতি বর্ণনা করুন।
১০. গোষ্ঠী বীমার সংজ্ঞা দিন।
১১. প্রধান প্রধান গোষ্ঠী বীমার প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

নমুনা প্রশ্ন

বিষয় ঃ ব্যবসায় নীতি ও প্রয়োগ- ২য় পত্র
(ব্যাংকিং ও বীমা)

পূর্ণমান-১০০, সময় - ৩ ঘণ্টা
[দ্রষ্টব্য ঃ দক্ষিণ পার্শ্বস্থ সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক]

'ক' বিভাগ - ব্যাংকিং

১। আধুনিক ব্যাংকের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতির ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ১০
অথবা, শাখা ব্যাংক কাকে বলে? ইহার সুবিধাগুলি বর্ণনা কর।

২। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের পদ্ধতিগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করুন। ১০
অথবা, চেক কাকে বলে? কী কী কারণে চেকের অমর্যাদা হতে পারে?

৩। বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংজ্ঞা দাও। বাণিজ্যিক ব্যাংকের মূলনীতিগুলোর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ১০
অথবা, ব্যাংক হিসাব বলতে কী বুঝেন? ব্যাংক হিসাব খোলার পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করুন।

৪। ঋণের আমানত বলতে কী বুঝেন? বিভিন্ন প্রকার জামানতের বিবরণ দিন। ১০
অথবা, বিদেশে অর্থ প্রেরণ বলতে কী বুঝেন? বিদেশে অর্থ প্রেরণের পদ্ধতি আলোচনা করুন।

৫। বিশ্বের পাঁচটি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম লিখুন। ৫
অথবা, কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সরকারের ব্যাংক বলা হয় কেন?

৬। দাগকাটা চেক বলতে কী বুঝেন? ৫
অথবা, ঋণ আমানত বলতে কী বুঝায়?

৭। চেকের অনুমোদন বলতে কী বুঝায়? ৫
অথবা, ভ্রমণকারীর চেক ও ভ্রাম্যমাণ নোটের মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

৮। ব্যাংকের আজ্ঞাপত্র কাকে বলে? ৫
অথবা, একজন ব্যবসায়ীর জন্য কোন হিসাব উপযোগী এবং কেন?

'খ' বিভাগ- বীমা

৯। বীমা কাকে বলে? বীমার গুরুত্ব আলোচনা করুন। ১০
অথবা, জীবন বীমা চুক্তি সম্পাদনের প্রক্রিয়াগুলো বর্ণনা করুন।

১০। নৌ বীমার তাৎপর্য বর্ণনা করুন। ১০
অথবা, অগ্নি বীমার অপরিহার্য উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করুন।

১১। বোনাস কাকে বলে? ৫
অথবা, বীমা প্রিমিয়াম বলতে কী বুঝেন?

১২। 'বীমা ক্ষতিপূণের চুক্তি'- ব্যাখ্যা করুন। ৫
অথবা, পুনঃবীমা বলতে কী বুঝ?

১৩। শস্য বীমার সংজ্ঞা দাও। ৫
অথবা, বীমাযোগ্য স্বার্থ কী?

১৪। সামুদ্রিক ক্ষতি কাকে বলে? ৫
অথবা, বার্ষিক বৃত্তি বলতে কী বুঝায়?